লোভ মানুষের ক্ষতি করে

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

এই পৃথিবী পরীক্ষার পৃথিবী, পরীক্ষার জায়গা। এখানে সবরকমের পরীক্ষা আছে। বেশীর ভাগ মানুষই একে অপরের দ্বারা পরীক্ষিত হয়। এটাই বেশীরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা আল্লাহ্‌র দেখানো পথে প্রশিক্ষিত হয় না এবং নিজেদের নাফসকে প্রশিক্ষণ দেয় না তাদের নাফস ফন্দি, অত্যাচার এবং সব ধরণের অনিষ্ট করে মানুষের প্রতি।

কিন্তু, একজন ব্যক্তির চতুর হতে হবে এবং নিজের নাফসকে অনুসরণ করা যাবে না। নিজের নাফসের অনুসরণ করলে সে ব্যক্তি নিজেও কষ্ট পায়। মুসলিম হলেও, কোন ব্যক্তির নিজের নাফসের জন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা করা সেই ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটি শিকারীদের এবং খারাপ মানুষদের তৈরী মোক্ষম ফাঁদ। তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে তারা কি ধরণের ফাঁদ পাতে তা দেখে। সেই ফাঁদ আধ্যাত্মিক বা পার্থিব হতে পারে।

পার্থিবভাবে তারা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এই বলে, "তুমি এটা জিতবে এবং সেটা জিতবে"। তুমি যখন বল, "ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কেন আমার জন্য এই কাজটি করছ?" তারা তখন সেই লোকটিকে একটি সুন্দর প্রজেক্ট দেখায় এবং প্রতিশ্রুতি দেয় এই বলে, "তুমি এরকম ভালো, সেরকম ভালো। তুমি এটি পাওয়ার যোগ্য"। সেই ব্যক্তি সাথে সাথে তার যা আছে সব ওই লোকদের দিয়ে দেয় এবং পরবর্তীতে আফসোস করে।

এটা পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে হয় যা কিনা পরে ফিরে পাওয়া যেতে পারে। তুমি হয়ত বা মাংস খেতে পারবে না কিন্তু শুকনো রুটি দিয়ে চালিয়ে দিবে। কিন্তু আখিরাতের ব্যাপারটি সেরকম নয়। আখিরাতে তুমি বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তুমি যদি নিজের ঈমান বাঁচাতে পারো তাহলেও ঠিক আছে কিন্তু অনেক সময় ওই লোকেরা এমনভাবে ধোঁকা দেয় যে মানুষের ঈমানও চলে যায়। তারা আরও বেশী বিপদজনক। তুমি এরকম মানুষদের যেদিকে তাকাও সেদিকেই পাবে। তোমার টাকা চলে যাবে আর তা হবে তোমার নিজের নাফসের দোষে।

লোভী হয়ো না! তুমি তিন-পয়সা অর্জনের চেষ্টায় যা আছে সব হারাতে পারো। যেরকম লোকে বলে , "তুমি বাসার ক্ষুদের চালও হারাতে পারো দিমিয়াত থেকে ভালো চাল আনতে যাওয়ার পথে"।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

দিমিয়াত হচ্ছে মিশরের একটি শহর। সেই জায়গার চাল খুবই প্রসিদ্ধ। লোকটি বাসায় ক্ষুদের চাল খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে ভাবল, "আমি সেখানে যেয়ে কিছু ভালো চাল কিনে নিয়ে আসব"। কেউ তাকে বোকা বানিয়ে বলল, "তোমার ক্ষুদের চালগুলো আমাকে দিয়ে দাও। তারা দিমিয়াতে বিনামূল্যে চাল বিতরণ করছে"। প্রতারকটি তার কাছ থেকে ক্ষুদের চাল পেল আর সে ক্ষুধার্ত রইল কারণ কেউই বিনামূল্যে কোথাও চাল দেবে না।

এই উদাহরণটি সবার জন্যই প্রযোজ্য। ভালো করে যাচাই করে দেখ, ওজন করে দেখ এবং কারও দ্বারা প্রতারিত হয়ো না যখন তুমি কোন কাজ করতে উদ্যত হবে। শয়তান এমনিতেও শুরু থেকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং সে প্রথম বোকা বানায় আমাদের পিতা আদাম (আঃসাঃ) কে। তাই বোলো না, "আমি প্রতারিত হব না।" সাবধান। সতর্ক হও। তোমার রিযিক এবং তোমার সন্তানদের রিযিক এরকম খারাপ লোকদের হাতে হারিও না। প্রতারিত না হওয়া তোমার জন্য এবং ওই প্রতারক দল, উভয়ের জন্যই ভালো।

এই টাকা পরিচ্ছন্ন কিন্তু তা নোংরা হয়ে যাবে যদি তুমি অন্য দলের দ্বারা প্রতারিত হও। সেই টাকা হারাম টাকা হয়ে যায় এবং সেই প্রতারক ব্যক্তি হারাম কাজ সম্পাদন করে। তুমি যদি সতর্ক হও এবং ধোঁকায় না পড় তাহলে তোমরা উভয়েই উপকৃত হবে এবং নোংরা টাকা উম্মাতে মুহাম্মাদের ভেতরে প্রবেশ করবে না। অন্য দলও গুনাহগার হবে না। তাই সতর্ক হবার অনেক ধরণের উপকার আছে। সাবধানঃ এই সময়ে অবস্থা আরও খারাপ। আল্লাহ্ সবাইকে শুদ্ধ করুন ইনশাআল্লাহ।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১৭ জানুয়ারী ২০১৭/১৯ রাবিউল আখির ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।